দৈনিক বাংলা

17 JUL 1989
কলাম ২

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : কিছু ভাবনা

অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় লাভ কি? প্রাথমিক শিক্ষা না থাকলে, অর্থাৎ মাতৃভাষায় লিখতে এবং পড়তে না পারলে কোন মানুষ আধুনিক উন্নয়নের কাজে শরীক হতে পারে না। এবং উন্নত প্রকৌশলকে কাজে লাগানোও সম্ভব হয় না। সেকালে কৃষির কাজে নিরক্ষর থাকলেও চলত। যেমন গোবর, সার বা ঘরের বীজ ধান জমিতে ভুল হিসাবে দিলে একালের উফশী বীজ রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফসল যেমন বেশী হবে, কোন ভুল হলে তেমনই নগদ টাকা নষ্ট হবে, তাছাড়া সম্পূর্ণ ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেকালের গরুর গাড়ি চালানোতে সাক্ষরতার প্রয়োজন যেমন ছিল না, তেমনি ভুল করলে মারাত্মক দুর্ঘটনাও কম ঘটত। একালের মোটর গাড়ি বা কলের লাঙ্গল এবং পাম্পে কাজ যেমন বেশী হয়, তেমনি বিধান গুলি বা মিটার পড়তে না পারলে যন্ত্রের ক্ষতি তো হবেই, তাছাড়া মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক বিধানপত্র নিজে না পড়তে পারলে মহিলাদের পক্ষে অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করাটা সামাজিক দিক থেকে লজ্জাকর, অথবা না জেনে বা না বুঝে ঐসব সামগ্রী ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। বাংলা দেশের বর্তমান জনসংখ্যার কারণে আজ পরিবার পরিকল্পনা এক অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষেপে, আধুনিক উন্নত জীবনধারণের জন্য বাংলায় লিখতে এবং পড়তে শেখাটা দেশের প্রত্যেকের জন্য আজ অত্যাবশ্যক। যাদের জন্য এটা বেশী দরকার, তারাই এখন ছেলেমেয়ে স্কুলে দিচ্ছে না। তাই বাধ্যতামূলক করা উচিত।

প্রশ্ন হতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষা তো শুধু শিশুদের সাক্ষরতা আনবে, কিন্তু যারা বয়স্ক তাদের তো এতে কিছু পরিবর্তন হবে না, তাহলে সমস্যার সমাধান হল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলব, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বেসরকারী এবং সরকারী প্রকল্পে কিছু কাজ এখন হচ্ছে, তা কেউ বন্ধ করে দিচ্ছে না। কিন্তু ৬০ বৎসরের যে নিরক্ষর বৃদ্ধ সে বেশি দিন বাঁচবে ননা। কিন্তু এখন যার বয়স ৫ বৎসর, সে আগামী ৬০ বৎসর যাতে নিরক্ষর হয়ে বেঁচে না থাকে, সেটা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই বয়স্কের শিক্ষাকে আমরা স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু ৬ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বেলায় অমন স্বাধীনতা দেওয়া চলে না, কারণ শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ ভাবতে পারে না। তাদের পক্ষে হয়ে চিন্তা করতে হবে তাদের পিতা-মাতাকে, আর পিতা-মাতা যদি নিরক্ষর এবং অপরিণামদর্শী হয়, তা হলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই আইন যদি প্রয়োজন না হত তা হলে ইংল্যান্ডের মত উন্নত দেশে তা আজও বলবৎ থাকত না। অনুন্নত অনেক দেশেই, যেমন বার্মা, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখন বাধ্যতামূলক। ফলে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও তাদের দেশে নিরক্ষরতা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

একটি প্রশ্ন হতে পারে, শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেই কি দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে? উত্তরে বলব, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে তার সমস্যা থাকবেই। কিন্তু সাক্ষরতা মানুষকে এই সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আগেও ব্যয় করেছেন, পরেও তা করবেন, কিন্তু বাধ্যতামূলক আইন থাকলে যারা নিজের সন্তানের ভাল বোঝে না, বা বোঝেও তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে, সেইসব পিতা-মাতা আইনের ভয়ে এখন ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেবে। প্রাথমিক শিক্ষা পাবার পর যদি কারও প্রতিভা থাকে, সে নিজেই উচ্চতর জ্ঞান লাভ করবে, কিন্তু যে নিরক্ষর সে এক অর্থে অন্ধ। তার এই পৃথিবীতে সবল হবার কোন উপায়ই থাকবে না, যখন সে বয়স্ক হবে। শিশুর তুলনায় বয়স্ককে সাক্ষরতা দেওয়া বেশী কঠিন।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে তাতে কি ছোট শিশুদের ওপর খুব বেশী চাপ সৃষ্টি হবে না? তাতে কি সরকারের ব্যয় অহেতুক বাড়বে না? এই আইনের ফলে সরকার কি সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জনপ্রিয়তা হারাবে না? চাপ সৃষ্টির কথায় আসা যাক। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখার বিষয় খুব হাল্কা রাখা দরকার। শুধু বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, এইটুকুই ভাল করে শেখানো বাধ্যতামূলক করা উচিত। এর বেশী ভাষা বা পাঠ যেসব স্কুল ইচ্ছা করে তারা দেবে, কিন্তু যেটুকু বাধ্যতামূলক হবে, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকা উচিত। স্কুলেই পাঠ্য পুস্তক থাকবে, আর মোট চার ঘন্টার বেশী ঐ পর্যায়ে রোজ স্কুলে পড়ানোর দরকার হবে না। এটুকু খুব বেশী চাপ নয়। স্কুলে অনাড়ম্বর কিছু খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকলে তা বরং স্কুল যাওয়াকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সরকারের ব্যয় সাধ্যাতীত বাড়ানোর কোন প্রয়োজন হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের নিজের ঘাড়ে না রেখে তা বিকেন্দ্রিত করতে হবে। যেহেতু স্থানীয় জনগণই শিশুদের অভিভাবক এবং যেহেতু প্রত্যেকেই নিজের ইউনিয়ন বা উপজেলার জন্য গর্ববোধ করে, সুতরাং তাঁদের কাছেই এই দায়িত্ব আংশিক ছেড়ে দিতে হবে। যে ইউনিয়নের লোকেরা এই আইনের সহায়তা করবে না তারা নিজেরাই পিছিয়ে পড়বে, এটা অপর সকলে ভাল কাজ করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে না।

(অসমাপ্ত)